আল কুরআনের কাব্যানুবাদ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

আল কুরআনের কাব্যানুবাদ

মুহিব খান

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

আল কুরআনের কাব্যানুবাদ

লেখক	মুহিব খান
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০০৬
প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ	অক্টোবর ২০২১, কার্তিক ১৪২৮, রবি. আউয়াল ১৪৪৩
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	লেখক
প্রচ্ছদ ডিজাইন	শাহ ইফতেখার তারিক
ক্যালিগ্রাফি	বশীর মেহবাহ
ইনার বিন্যাস	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
প্রুফ সমন্বয়	নেসারুদ্দীন রুম্মান
মুদ্রণ	জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।
বাঁধাই	আয়েশা বুক বাইন্ডিং ২৭ রূপচাঁদ দাস লেন, ঢাকা ১১০০
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৫৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৫৯।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০০০.০০ (এক হাজার টাকা মাত্র)

AL QURAANER KABBYANUBAD
by Muhib Khan. Published & Marketed by : Rahnuma Prokashoni.
Price : MRP 1000.00, US $ 25.00 only. E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com, www.rahnumabd.com

ISBN : 978-984-93222-4-5

অর্পণ

আমার আব্বা ও আম্মার
দুনিয়া আখেরাতের
শান্তি কল্যাণ এবং সুমহান মর্যাদা কামনায়।

যাঁদের ভালোবাসার কোলে
আল্লাহ এই আমাকে দান করেছেন
এবং
যাঁরা আমাকে
আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই
সোপর্দ করেছেন।

'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা'

ভূমিকা

কাব্যানুবাদের ইতিকাহিনী ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এই বান্দাকে তাঁর পবিত্র কালামের খেদমতের জন্য মনোনীত করেছেন। অগণিত দুরুদ ও সালাম প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বমানবতার মুক্তি-সনদ, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব, মহিমান্বিত 'কুরআন'।

যুগ যুগ ধরে এই 'কুরআন' নিয়ে পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানী ও ধর্মবিশারদগণ, এমনকি বিধর্মী পন্ডিতেরাও বিস্তর গবেষণা ও বিশ্লেষণ চালিয়ে আসছেন। এর প্রতিটি বিন্দু, বর্ণ, শব্দ, আয়াত এবং সুরার অনুবাদ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, মর্মার্থ, সংখ্যাতত্ত্ব আর অলৌকিকত্ব নিয়ে মানবজাতির চিন্তা-ভাবনা ও বিস্ময়ের অন্ত নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য ধাঁচে এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে অগণিত তাফসিরগ্রন্থ। এখনো হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্তই হতে থাকবে। আল্লাহর দেয়া মেধা, জ্ঞান, প্রতিভা আর যোগ্যতাবলে জ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ কুরআনের এই মহাসমুদ্রে অবগাহন করে এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখার চুলচেরা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদিরও ব্যাখ্যা ও বিবরণ উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, হাদিস ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে গবেষকগণ তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এর নানাবিধ ব্যাখ্যা এবং তাফসির প্রণয়ন করলেও মূলত এর মর্মার্থ এক ও অভিন্ন। তবে বহু মাত্রায় সমৃদ্ধ আরবিভাষার শব্দ ও পরিভাষাগত বৈচিত্র্যের কারণে এর সরল অনুবাদের কাজটিও অত্যন্ত কঠিন।

বাংলাভাষায় এ যাবৎ বিভিন্ন গবেষক ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক কুরআনের বেশ কিছু সুন্দর সমৃদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি নতুন নয়। কোনোটি সাধু, কোনোটি প্রমিত, কোনোটি জটিল শাব্দিক অর্থ, কোনোটি সরল ভাবার্থ, কোনোটি আয়াত ও সুরার বিন্যাসে সজ্জিত, কোনোটি সামগ্রিক গবেষণা-নিঃসৃত সারমর্ম অবলম্বনে রচিত, কোনোটি বা আরও ভিন্নতর কিছু।

এক্ষেত্রে কুরআনের কাব্যানুবাদ একটি বিস্ময়কর ও ব্যতিক্রমী সংযোজন, যা এ যাবৎ পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায়, এমনকি বাংলাভাষায়ও 'পূর্ণাঙ্গরূপে' সুসম্পন্ন হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলেও তা কুরআনের প্রকৃত ভাব-ভাষা ও মর্মার্থের দিক থেকে 'মূলানুগ' ও 'বিশুদ্ধরূপে' হয়েছে কিনা, সেইসাথে কাব্য ও সাহিত্যমান-বিচারেও 'উত্তীর্ণ' ও 'যথার্থরূপে' হয়েছে কিনা, তা বিশেষভাবেই বিবেচ্য।

কেননা, নিজ জ্ঞানে ও কাব্যপ্রতিভায় অতি উচ্চমানের ভাব-ভাষা ও ছন্দ সমৃদ্ধ হাজারটি কবিতা লিখে ফেলা আর পবিত্র কুরআনের একেকটি আয়াতকে তার অর্থ, বক্তব্য, পরিমাপ, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক শর্তাবলির সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ঠিক রেখে, তাল, লয় ও অন্ত্যমিল খুঁজে নিয়ে কবিতার সঠিক ছন্দের ফ্রেমে আবদ্ধ করা মোটেও এক কথা নয়। তদ্রূপ কুরআনের সূরা বা আয়াতের শুধু সারমর্ম বা ভাবানুবাদটুকুকে অবলম্বন করে নিজের মত করে সাজিয়ে কবিতা লিখে ফেলা কিছুটা সম্ভব হলেও, প্রকৃত ও মূলানুগ অনুবাদকে নির্বিঘ্ন কাব্যের কাঠামোতে রূপায়িত করা মোটেও সহজ কাজ নয়।

এক্ষেত্রে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে একজন আলেমে দ্বীন ও প্রকৃত কবি হওয়ায় এ সুকঠিন ও দুরূহ কাজটি যথাসাধ্য মূলানুগভাবে, পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধরূপে এবং যথাযোগ্য কাব্য ও সাহিত্যমান বজায় রেখে আঞ্জাম দেওয়া আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সম্ভব হয়েছে—যা আমার এই কাজটিকে ভিন্নমাত্রায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও মানোত্তীর্ণ করেছে; উন্নীত করেছে সময়ের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতায়।

রাব্বুল আলামিনের অশেষ শোকর যে, তাঁর খাস মদদ ও মেহেরবানিতে এই বিশাল কাজে হাত দিয়ে আমি ব্যক্তি-জীবনের অবর্ণনীয় ব্যস্ততা ও জটিলতার ভেতর দিয়েও সাফল্যের সাথে মনজিলে মাকসুদে পৌঁছুতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

২০০৪ সালের ১৯ মার্চ, শুক্রবার, আসরের নামাজের পর কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করছিলাম। কুরআনের পাতায় ডুবে যেতে যেতে আমি আমার কবিচেতনায় অনুভব করলাম আল্লাহর কালামের অপরূপ ছন্দশৈলী ও কাব্যমাধুর্য। বিষয়টি তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়কে নাড়া দিল এবং চিন্তার গভীরে ছান করে নিল, যেমনটি আগে কখনো হয়নি। মাগরিবের আজান শুনে ভাবনায় ছেদ পড়ল। জায়নামাজে দাঁড়ালাম। প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করার সাথে সাথে হৃদয়-গভীরে এর কাব্যানুবাদ এসে দোলা দিতে লাগল।

'আশ্রয় চাহি আল্লাহর, যেন শয়তান দূরে রয়।
শুরু করিলাম আল্লাহর নামে, দয়ালু করুণাময়।
প্রশংসা সব আল্লাহর, যিনি সারা জাহানের রব।
দয়ালু মহানুভব; (আর) যিনি বিচারদিনের সব।'

জানি না, কীভাবে বাকি নামাজটুকু শেষ হলো। হাতের কাছে টেবিলের উপর একটি ব্যবহৃত চিঠির খাম পেয়ে গেলাম, আরেকটি পেন্সিল বা কলম। প্রথমে খামের পেছনদিকে এবং পরে সেটিকে ছিঁড়ে নিয়ে এর ভেতরের অংশে বেশ জলদিই লেখা হয়ে গেল সুরা ফাতিহাসহ সুরা বাকারার শুরুর দিকের বেশ কিছু আয়াতের কাব্যানুবাদ। ভাবতে অবাক লাগে, কোনোরকম পূর্বপরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়াই কেন বা কী করে, কোন ইশারায় বা কীসের জোরে এই অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম!

আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! প্রথম পারাটির কাব্যানুবাদ শেষ করতে সময় লেগেছিল প্রতিদিন ৮-১০ ঘণ্টা করে মোট একুশ দিন। দ্বিতীয় পারা আঠারো দিন। তৃতীয় পারা বারো দিন। এরপর দশ, নয়, সাত, এমনকি মাত্র পাঁচ দিনেও একেকটি পারার কাব্যানুবাদ

শেষ করার কাজ আল্লাহ সম্ভব করে দিয়েছিলেন। সে হিসেবে প্রথম দশ পারার কাজ শেষ করতে (আনুমানিক) একশো দিন বা তিন/সাড়ে তিন মাস সময় লেগেছিল। কিন্তু জীবন-জীবিকা আর পেশা ও নেশার অবিরাম ব্যস্ততার ফাঁকে সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিক বিড়ম্বনামুক্ত এবং মানসিক একাগ্রতাযুক্ত এই একশোটি দিন বের করে নিতে আমার সময় লেগেছিল পূর্ণ দু'টি বছর। উল্লেখ্য যে, ৭ জুলাই ২০০৪ থেকেই লেখাটি দৈনিক ইনকিলাবে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকে এবং ২০০৬ সালের জুলাই মাসে প্রথম ১০ পারার কাব্যানুবাদ গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়।

২০০৬ সালের পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৪ বছরে হাজারও ব্যস্ততার ভিড়ে নিতান্তই বিক্ষিপ্তভাবে হাতেগোনা অল্প ক'দিনের কাজে আর মাত্র পৌনে তিন পারার কাব্যানুবাদ অগ্রসর হয়।

২০২০ সালের মার্চ মাসে বিশ্বজুড়ে মরণব্যাধি করোনা মহামারি ভয়াবহরূপে ছড়িয়ে পড়লে এবং বাংলাদেশেও এর প্রভাব ও সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেলে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে রাজধানীসহ সারা দেশে 'লকডাউন' ঘোষণা করার কারণে নাগরিকদের সমস্ত ব্যস্ততা ও কর্মতৎপরতা থেমে যায় এবং সবাইকে বাধ্যতামূলক নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করতে হয়। আমি সেই বাধ্যতামূলক অবসর বা সংকটময় গৃহবন্দিত্বের সময়টিকেই কাব্যানুবাদের অসমাপ্ত কাজ পূর্ণাঙ্গরূপে আঞ্জাম দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে পরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে সমস্ত প্রাণশক্তি ঢেলে দিয়ে সুযোগটিকে কাজে লাগাই। সেই সাথে আমার ব্যক্তিগত জীবন ঘনিষ্ঠ একটি চরম মানসিক পরিস্থিতিও তখন আমাকে এ রকম একটি গভীর নিমগ্নতায় বিভোর হয়ে থাকতে তাড়িত করে এবং আমি তা-ই করি।

সর্বশেষ ১৬ এপ্রিল ২০২০, বাদ মাগরিব থেকে পূর্ণগতিতে কাজ শুরু হয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, সোমবার, সুবহে সাদিক পর্যন্ত মোট ৫ মাস ১২ দিন ধরে এর কাজ চলে। এ সময় কালের ভেতর দুই ঈদসহ দেড় মাসের কিছু বেশি দিনের অনিবার্য কর্মবিরতি ছিল, সেটুকু বাদ দিয়ে বাকি ৪ মাসেরও কিছু কম সময়ের নিবিড় সাধনায় অবশিষ্ট সোয়া ১৭ পারার কাজ অতিদ্রুত সুসম্পন্ন হয়।

মহিমাময় সেই রাতের শেষ প্রহরে কুরআনের সর্বশেষ সুরা 'সুরাতুন নাস'-এর কাব্যানুবাদ শেষ করে আমি মাওলার দরবারে অশ্রুভেজা নয়নে বিগলিত হৃদয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ি এবং পরদিন শোকরানা রোজা পালন করি। সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার!

সে সময় আমি প্রতিদিন টানা ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা গবেষণা, অনুসন্ধান ও লেখার কাজে ব্যস্ত থেকেছি। কিছু কিছু আয়াতের সঠিক অর্থ-উদ্দেশ্য উদ্ধার করতে বহু তরজমা তাফসির ঘেঁটে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়েছে। সুনিশ্চিত সুরক্ষিত, ধরা-বাঁধা এবং অপরিবর্তনীয় আল্লাহর কালামকে কবিতার কাঠামো ও মানদণ্ডে মিলাতে অনেক সময় যেন মগজ গলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরো টুকরো আয়াতগুলোকে কাব্যানুবাদের ছকে ফেলা

কখনো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তখনই গায়েব থেকে সুস্পষ্ট ইলহাম ও ইলকার মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর কুদরতি তাওফিকি নির্দেশনাও আমি পেয়েছি। আবার অনেক অনেক সুদীর্ঘ জটিল ও কঠিনতম আয়াতও গতিময় তরীর মতোই তরতরিয়ে পেরিয়ে এসেছি।

এই সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় জীবনের ঝড়ে থমকে দাঁড়িয়েছি বারবার। হঠাৎ করেই, কুরআনের কোনো পারার মেঘাচ্ছন্ন ঘাটে অথবা কোনো সূরার স্রোতময় বাঁকে অথবা কোনো রৌদ্রোজ্জ্বল আয়াতের মধ্যখানেই থেমে গেছে তরী। থেমে রয়েছে দিন, মাস, বছর, এমনকি বছরের পর বছর। সেসব সময় ও বিবরণ আমি আমার মূল পাণ্ডুলিপির নানা পৃষ্ঠায় অগোছালোভাবে লিখেও রেখেছি।

সর্বপ্রথম ২০০৪ সালের ১৯ মার্চ, শুক্রবার, বাদ মাগরিব হতে লিখতে শুরু করে অনেক খন্ড খন্ড বিরতির ঢেউ অতিক্রম করে ২০০৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, বাদ আসর প্রথম ১০ পারার কাজ শেষ করি। কিন্তু ২০০৬ সালেরই জুলাই মাসে প্রথম ১০ পারার কাব্যানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর থেকে প্রায় দুই বছর নাগাদ আর কলমই ধরা হয়নি। অতঃপর ২০০৮ এর ২ মে, শুক্রবার, বাদ এশা আবারো লিখতে শুরু করে মাত্র ছ'দিনের মাথায় ৮ মে ২০০৮ সূরা ইউনুসের ৭৪ নং আয়াতের প্রথম দু'লাইন অনুবাদ লেখার পর আয়াতটি সেখানে অসম্পূর্ণ ফেলে রেখেই কলম থেমে যায়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পরবর্তী টানা আট বছর লেখার কাজ সম্পূর্ণ থেমে থাকে, এমনকি ততোদিন পর্যন্ত ক্যাপ-খোলা অভিমানী কলমটিও সেই ধূলি-মলিন খাতার ভাঁজের ভেতরেই ঘুমিয়ে থাকে। অতঃপর ২০১৬ সালের ২০ এপ্রিল, বাদ মাগরিব, সেই খাতাটি আবারো ঝেড়েমুছে নতুন করে লিখতে বসি, কিন্তু এবারও মাত্র সপ্তাহখানেক লিখেই আবার প্রায় এক বছরের বিরতি। এরপর ১০ জুলাই ২০১৭, বাদ ফজর থেকে আবারো লিখতে শুরু করে সূরা রা'দ এর রুকু নং '৬' এবং আয়াত নং '৩৫'-সংখ্যা দু'টি খাতায় বসিয়েও অনুবাদ শুরু করার আগেই লেখা থেমে যায়। এ অবস্থায় এবারও টানা প্রায় তিন বছর বিরতির পর অবশেষে ১৬ এপ্রিল ২০২০, শুক্রবার, বাদ মাগরিব হতে নতুন উদ্যমে শেষ যাত্রার শুরু হয়।

প্রথমে ঢাকার মিরপুর ৬ নং সেক্টরের বিভিন্ন ভাড়া বাসায়, তারপর কিছুদিন ঢাকার স্বামীবাগের ভাড়া বাসায়, মাঝে মাঝে কিশোরগঞ্জ শহরের নিজ বাড়ি ঐতিহ্যবাহী নুর মনযিলের দোতলায় নিজ কামরায়, আবার কিছুদিন ঢাকার ধলপুর লিচুবাগানের ভাড়া বাসায় এবং শেষে এসে ঢাকার যাত্রাবাড়িতে নিজ ঠিকানা বাগিচা প্যালেসের এ ঘরে ও ঘরে মাদুরে জায়নামাজে কাঁথায় বা বিছানায় বসে একজোড়া বালিশের উপর রেখে রেখেই লেখা হয়ে যায় এই মহাকাব্য।

এইসব অবিশ্বাস্য স্থিতি ও বিরতির পেছনে ছিল অসংখ্য কারণ ও আকস্মিক বাস্তবতা। যার পরিধি সংসার ও সমাজ থেকে নিয়ে দেশ ও বিশ্বের নানা প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই সব দিনগুলো পেছনে ফেলে জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা গতি-ঘূর্ণন উত্থান-পতন ও আলস্য-ব্যস্ততার বিচিত্র উর্মিমালায় দুলতে দুলতে অবশেষে তীরে এসে ভিড়েছে সেই তরী। এই মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার অভিযানে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতের মাধ্যমে আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি নিজ থেকে চেয়েছিলেন বলেই নগন্য আমাকে দিয়ে এই মহিমান্বিত কাজ আকস্মিক শুরু করিয়েছিলেন এবং শেষও তিনিই করিয়েছেন। ওয়ামা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের এই কাব্যানুবাদ করতে গিয়ে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও সুনিপুণভাবে অত্যাবশ্যক কিছু শর্ত ও মানদন্ড অক্ষুন্ন রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি; যা এই কাজটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সর্বাধিক মানোত্তীর্ণ করে তুলেছে-

১. এটি কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক কাব্যানুবাদ। বিক্ষিপ্ত বা আংশিক নয়।

২. এটি কুরআনের তুলনামূলক বিশুদ্ধ, বিপুল গবেষণালব্ধ ও নির্ভরযোগ্য কাব্যানুবাদ। আবেগ বা অনুমানভিত্তিক নয়।

৩. এটি কুরআনের প্রকৃত ও মূলানুগ কাব্যানুবাদ। সারসংক্ষেপ, মর্মানুবাদ বা ভাবানুবাদ নয়।

৪. এটি কুরআনের প্রতিটি আয়াত থেকে আয়াতের ধারাবাহিক স্বতন্ত্র অনুবাদ। সমন্বিত বা মিশ্র অনুবাদ নয়।

৫. এটিতে কুরআনের বিশেষ বিশেষ ছন্দবিশিষ্ট সুরা ও আয়াতসমূহের অনুবাদ সে রকম বিশেষ ছন্দ ও অন্তমিলেই করা হয়েছে। যথা : সুরা আর-রাহমান, সুরা তাকভীর ও আরো অন্যান্য।

৬. এটি যথার্থ কাব্য ও সাহিত্যমান-সম্পন্ন কাব্যানুবাদ। ছন্দ-গোজামিল বা অপরিপক্ক সাহিত্যমানপূর্ণ নয়।

৭. এটি কর্মঘণ্টা ও কর্মদিবসের হিসেবে দ্রুততম সময়ে সুসম্পন্ন কাব্যানুবাদ। যা বিস্ময়কর ও বিরল।

একেবারে শুরুর দিকে প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা সময় লিখে এর প্রথম দশপারা মোট ১০০ দিনে, পরবর্তী পৌনে ৩ পারা মোট ৩০ দিনে এবং শেষ সময়ে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৬ ঘন্টা সময় লিখে অবশিষ্ট সোয়া সতের পারা মোট ১১০ দিনে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট ২৪০ দিন বা মাত্র ৮ মাসের নিবিড় শ্রম-সাধনায় পুরো কাজটি সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

শেষ ১৭ পারায় শুরুর দিকে প্রতি পারা ৫ থেকে ১০ দিন এবং পরে মাত্র ৩-৪ দিন করে সময় লেগেছে। যা আল্লাহর ফায়সালা ও বিশেষ সাহায্য ছাড়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সে সময়ে আমি আমার প্রতিদিনের কাজের গতি ও অবস্থান সামাজিক গণমাধ্যমের সাহায্যে পাঠকদের অবহিতও করেছি। যেন তা ইতিহাসের উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে থাকে।

উপরোল্লিখিত শর্ত বৈশিষ্ট্য ও মানদন্ডের ভিত্তিতে আমার এ কাব্যানুবাদ পৃথিবীতে পবিত্র কুরআনের প্রথম, পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ কাব্যানুবাদ কিনা, কালের আয়নায় তা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবে। সু-প্রোথিত হবে বিচক্ষণ পাঠকের উপলব্ধির গভীরে।

এই সুনিয়ন্ত্রিত, সীমাবদ্ধ, দুরূহ কাজটি করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন তরজমা ও তাফসিরগ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়েছে অনেকবার। অনুবাদকে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে কিছু অমসৃণ শব্দ-ছন্দকেও আত্মতুষ্টির বিরুদ্ধেই ছাড় দিতে হয়েছে; অন্যথায় এই কাব্যানুবাদ হয়তো আরো বেশি সাবলীল, সুবিন্যস্ত ও গতিময় হতে পারত। কিছু জায়গায় মাত্রা ও ছন্দের প্রয়োজনে

বন্ধনীযুক্ত প্রাসঙ্গিক শব্দ-বাক্যের ব্যবহার, একই শব্দের নানারূপ ব্যবহারসহ ব্যাতিক্রমী বানান ও সাধু-চলিতের সমন্বয় ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে; যা কাব্যসাহিত্যে স্বীকৃত।

উল্লেখ্য যে, এই কাব্যানুবাদের প্রথম পৌনে ১৩ পারা আমার একান্ত তরুণ বয়সে এবং শেষের সোয়া ১৭ পারা খানিকটা পরিণত বয়সে রচিত। দু'টি ভিন্ন বয়সে করা অনুবাদ ও সাহিত্যকর্মের জ্ঞান ও মানগত পার্থক্যটুকু আমি প্রয়োজনীয় সম্পাদনার মাধ্যমে পূর্বাপর সামঞ্জস্যশীল করে তোলার চেষ্টা করেছি।

বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণের মতে পবিত্র কুরআনের যে কোনো ধরনের অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে গেলে এর সঙ্গে কুরআনের মূল আয়াতসমূহও উল্লেখ রাখা আবশ্যক; অন্যথায় এতে বিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই এই গ্রন্থে আমি কাব্যানুবাদের পাশাপাশি মূল আরবী আয়াতেরও উল্লেখ রেখেছি এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি একক ভলিয়মে প্রকাশ করেছি।

যারা আমার এই কাজে সমর্থন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, নানাভাবে সহযোগিতা ও দোয়া করেছেন; আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের করা কোনো বৃহৎ ও মহৎ কাজে হাজারো সতর্কতার পরও কিছু না কিছু ত্রুটি বা অসঙ্গতির অবকাশ থেকেই যায়। আমার এই কাব্যানুবাদেও তেমন কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে এবং আমি এ বিষয়ে অবহিত হলে তা পরবর্তী সংস্করণগুলোতে যত্ন সহকারে সম্পাদনা করে নেয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

মহান রাব্বুল আলামিন এ কাজে আমার অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটি-অসঙ্গতি নিজ করুণায় ক্ষমা করে দিন এবং দয়া করে এই কাজটুকুকে আমার ও আমার পরিবার পরিজনসহ পৃথিবীর সমস্ত কুরআনপ্রেমী মানুষের দুনিয়াবী কল্যাণ ও আখেরাতের নাজাতের ওয়াসীলাহ হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন।

মুহিব খান

সেপ্টেম্বর ২০২১
বাগিচা প্যালেস, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

সূচি

১. সুরা ফাতিহা—১৭
২. সুরা বাকারা—১৮-৭০
৩. সুরা আলে ইমরান—৭১-১০২
৪. সুরা নিসা—১০৩-১৩৪
৫. সুরা মায়িদাহ—১৩৫-১৫৮
৬. সুরা আনআম—১৫৯-১৮৭
৭. সুরা আ'রাফ—১৮৮-২২০
৮. সুরা আনফাল—২২১-২৩৩
৯. সুরা তাওবা—২৩৪-২৫৬
১০. সুরা ইউনুস—২৫৭-২৭২
১১. সুরা হুদ—২৭৩-২৯১
১২. সুরা ইউসুফ—২৯২-৩০৭
১৩. সুরা রা'দ—৩০৮-৩১৫
১৪. সুরা ইবরাহিম—৩১৬-৩২৩
১৫. সুরা হিজর—৩২৪-৩৩১
১৬. সুরা নাহল—৩৩২-৩৪৯
১৭. সুরা বনি ইসরাইল—৩৫০-৩৬৪
১৮. সুরা কাহ্‌ফ—৩৬৫-৩৭৯
১৯. সুরা মারইয়াম—৩৮০-৩৮৯
২০. সুরা তোয়াহা—৩৯০-৪০৩
২১. সুরা আম্বিয়া—৪০৪-৪১৫
২২. সুরা হজ—৪১৬-৪২৬
২৩. সুরা মুমিনূন—৪২৭-৪৩৮
২৪. সুরা নূর—৪৩৯-৪৪৯
২৫. সুরা ফুরকান—৪৫০-৪৫৮
২৬. সুরা শুআরা—৪৫৯-৪৭৩
২৭. সুরা নামল—৪৭৪-৪৮৪
২৮. সুরা কাসাস—৪৮৫-৪৯৭
২৯. সুরা আনকাবুত—৪৯৮-৫০৭
৩০. সুরা রুম—৫০৮-৫১৫
৩১. সুরা লুকমান—৫১৬-৫২০
৩২. সুরা সাজদা—৫২১-৫২৪
৩৩. সুরা আহজাব—৫২৫-৫৩৬
৩৪. সুরা সাবা—৫৩৭-৫৪৪
৩৫. সুরা ফাতির—৫৪৫-৫৫১
৩৬. সুরা ইয়াসিন—৫৫২-৫৫৯
৩৭. সুরা সাফফাত—৫৬০-৫৬৯
৩৮. সুরা সোয়াদ—৫৭০-৫৭৭
৩৯. সুরা জুমার—৫৭৮-৫৮৮
৪০. সুরা মুমিন—৫৮৯-৬০০
৪১. সুরা হা মিম সাজদা—৬০১-৬০৮
৪২. সুরা শুরা—৬০৯-৬১৬
৪৩. সুরা জুখরুফ—৬১৭-৬২৫
৪৪. সুরা দুখান—৬২৬-৬২৯
৪৫. সুরা জাসিয়া—৬৩০-৬৩৪
৪৬. সুরা আহকাফ—৬৩৫-৬৪০
৪৭. সুরা মুহাম্মাদ—৬৪১-৬৪৬
৪৮. সুরা ফাতাহ—৬৪৭-৬৫২
৪৯. সুরা হুজুরাত—৬৫৩-৬৫৬
৫০. সুরা কাফ—৬৫৭-৬৬১
৫১. সুরা জারিয়াত—৬৬২-৬৬৬
৫২. সুরা তুর—৬৬৭-৬৭০
৫৩. সুরা নাজম—৬৭১-৬৭৪
৫৪. সুরা কামার—৬৭৫-৬৭৯
৫৫. সুরা আর-রহমান—৬৮০-৬৮৩
৫৬. সুরা ওয়াকিয়াহ্—৬৮৪-৬৮৮
৫৭. সুরা হাদিদ—৬৮৯-৬৯৪
৫৮. সুরা মুজাদালা—৬৯৫-৬৯৮
৫৯. সুরা হাশর—৬৯৯-৭০২
৬০. সুরা মুমতাহিনা—৭০৩-৭০৫
৬১. সুরা সাফফ্—৭০৬-৭০৭
৬২. সুরা জুমুআ—৭০৮-৭০৯
৬৩. সুরা মুনাফিকুন—৭১০-৭১১
৬৪. সুরা তাগাবুন—৭১২-৭১৪
৬৫. সুরা তালাক—৭১৫-৭১৭
৬৬. সুরা তাহরিম—৭১৮-৭২০
৬৭. সুরা মুলক—৭২১-৭২৪
৬৮. সুরা কুলম—৭২৫-৭২৮
৬৯. সুরা হাক্কাহ—৭২৯-৭৩১
৭০. সুরা মাআরিজ—৭৩২-৭৩৪
৭১. সুরা নুহ—৭৩৫-৭৩৭
৭২. সুরা জিন—৭৩৮-৭৪০
৭৩. সুরা মুযযাম্মিল—৭৪১-৭৪৩
৭৪. সুরা মুদ্দাসসির—৭৪৪-৭৪৬
৭৫. সুরা কিয়ামাহ—৭৪৭-৭৪৮
৭৬. সুরা দাহর—৭৪৯-৭৫১
৭৭. সুরা মুরসালাত—৭৫২-৭৫৪
৭৮. সুরা নাবা—৭৫৫-৭৫৭
৭৯. সুরা নাজিয়াত—৭৫৮-৭৬০
৮০. সুরা আবাসা—৭৬১-৭৬২
৮১. সুরা তাকভির—৭৬৩-৭৬৪
৮২. সুরা ইনফিতার—৭৬৫
৮৩. সুরা মুতাফ্‌ফিফিন—৭৬৬-৭৬৭
৮৪. সুরা ইনশিকাক—৭৬৮-৭৬৯
৮৫. সুরা বুরুজ—৭৭০-৭৭১
৮৬. সুরা তারিক—৭৭২
৮৭. সুরা আ-লা—৭৭৩-৭৭৪
৮৮. সুরা গাশিয়াহ—৭৭৫-৭৭৬
৮৯. সুরা ফাজর—৭৭৭-৭৭৮
৯০. সুরা বালাদ—৭৭৯
৯১. সুরা শাম্‌স—৭৮০
৯২. সুরা লাইল—৭৮১
৯৩. সুরা দুহা—৭৮২
৯৪. সুরা ইনশিরাহ—৭৮৩
৯৫. সুরা তিন—৭৮৪
৯৬. সুরা আলাক—৭৮৫
৯৭. সুরা কদর—৭৮৬
৯৮. সুরা বাইয়িনাহ—৭৮৭
৯৯. সুরা জিলজাল—৭৮৮
১০০. সুরা আদিয়াহ—৭৮৯
১০১. সুরা কারিআহ—৭৯০
১০২. সুরা তাকাসুর—৭৯১
১০৩. সুরা আসর—৭৯২
১০৪. সুরা হুমাজাহ—৭৯৩
১০৫. সুরা ফিল—৭৯৪
১০৬. সুরা কুরাইশ—৭৯৪
১০৭. সুরা মাউন—৭৯৫
১০৮. সুরা কাওসার—৭৯৫
১০৯. সুরা কাফিরুন—৭৯৬
১১০. সুরা নাস্‌র—৭৯৬
১১১. সুরা লাহাব—৭৯৭
১১২. সুরা ইখলাস—৭৯৭
১১৩. সুরা ফালাক—৭৯৮
১১৪. সুরা নাস—৭৯৮

আল কুরআনের কাব্যানুবাদ

সুরা ফাতিহা

সুরা ১ ■ ৭ আয়াত ■ ১ রুকু ■ মাক্কি ■ নাজিল ৫

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝

[আশ্রয় চাহি আল্লাহর, যেন শয়তান দূরে রয়]
॥ শুরু করিলাম আল্লাহর নামে, দয়ালু করুণাময় ॥

১. প্রশংসা সব আল্লাহর, যিনি সারা জাহানের রব;
২. দয়ালু, মহানুভব;
৩. (আর) যিনি বিচারদিনের সব।

৪. আমরা সবাই কেবলই তোমার ইবাদত করে যাই
এবং আমরা তোমার কাছেই সহায়তা শুধু চাই।

৫. তুমি আমাদের দেখাও তোমার সরল-সঠিক পথ;
৬. তাদের সে পথ, যাদেরকে দান করিয়াছ নিয়ামত।

৭. যাদের উপর রুষ্ট হয়েছ, তাদের সে পথ নয়
এবং তোমার সৎপথ হতে বিচ্যুত যারা হয়।

সুরা বাকারা

সুরা ২ ■ ২৮৬ আয়াত ■ ৪০ রুকু ■ মাদানি ■ নাজিল ৮৭

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۝

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ۝

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ۝

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ ۭ وَ
عَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ۝

[আশ্রয় চাহি আল্লাহর, যেন শয়তান দূরে রয়]
॥ শুরু করিলাম আল্লাহর নামে, দয়ালু করুণাময় ॥

১. আলিফ-লাম-মিম।
(রহস্য তার জানেন কেবল স্রষ্টা মহামহিম)।

২. ইহা সেই মহাগ্রন্থ, যাহাতে কোনো সন্দেহ নাই;
খোদাভীরুদের সরল-সঠিক পথের দিশারী তা-ই।

৩. যাহারা ঈমান আনে অদেখার 'পরে
এবং যাহারা সালাত কায়েম করে
তাহা হতে দান করে, যাহা আমি দিয়াছি তাদের তরে;

৪. তোমার প্রতি ও তোমার আগে যা নাজিল হয়েছে, তাতে
যারা বিশ্বাস করেছে স্থাপন (ঈমানদারির সাথে)
এবং যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে আখিরাতে,

৫. তাহারাই আছে সরল-সঠিক পথে
তাদের প্রভুর তরফ হতে
আর তাহারাই হবে কামিয়াব (অদূর ভবিষ্যতে)।

৬. তাহাদের তরে সমান, যাহারা কুফরি করেছে আর
করেছে অস্বীকার;
তাদেরে দেখাও কিবা না দেখাও ভয়,
তাহারা ঈমান আনিবে না নিশ্চয়।

৭. কর্ণকুহরে, চোখে, অন্তরে তাহাদেরে
চিরতরে আল্লাহ্ দিয়েছেন পর্দায় ঢেকে, গালা মেরে।
আর—
তাহাদের তরে রয়েছে আজাব চরম শাস্তি তার।

[২]

(٢)

৮. এমনও মানুষ রয়েছে, যাহারা কয়—
'বিশ্বাসী মোরা আল্লাহ্‌তে আর আখিরাতে নিশ্চয়।'
অথচ তাহারা প্রকৃত মুমিন নয়।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۘ﴿۸﴾

৯. ধোঁকা দিতে চায় আল্লাহ্‌রে আর তাদেরে, যারা মুমিন;
আসলে তো দেয় নিজেকেই ধোঁকা; নির্বোধ, জ্ঞানহীন।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۘ﴿۹﴾

১০. তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত,
তাহাদের সেই ব্যাধিকে আল্লাহ্ করেছেন সুপ্রশস্ত;
তাহাদের তরে রয়েছে আজাব, চরম শাস্তি তারি;
কেননা, তাহারা চরম মিথ্যাচারী।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۱۰﴾

১১. এবং যখন তাহাদেরে বলা হয়—
'করো না ফাসাদ তোমরা জগতময়!'
তখন তাহারা কয়—
'শান্তি স্থাপনকারী আমরাই, নির্দোষ নিশ্চয়!'

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱﴾

১২. সাবধান, এরা ফাসাদ সৃষ্টিকারী!
কিন্তু বোঝে না, নির্বোধ (পাপাচারী)।

اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَ لٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১৩. যখন তাদেরে বলা হয়, 'আনো ঈমান তাদের মতো,
যাহারা ঈমান এনেছে।' তখন তারা (হয় বিব্রত)
বলে, 'আমরা কি আনব ঈমান সেই বোকাদের ন্যায়?'
সাবধান, এরা নিজেরাই বোকা, কিন্তু জানে না, হায়!

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. মুমিনের সাথে দেখা হলে (দিয়ে হাসি)
বলে, 'আমরাও বিশ্বাসী।'
আবার তাদের শয়তানদের সাথে সাক্ষাৎ হলে
বলে, 'মোরা তোমাদের দলে।'
নিশ্চয়ই মোরা প্রতারণা করি (ছলে-বলে-কৌশলে)।

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৫. আল্লাহ্ নিজেও খেল ও তামাশা করেন তাদের সাথে,
ঘুরে বেড়ানোর দেন অবকাশ তাদের ভ্রান্ত পথে।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৬. সঠিক পথের বদলে তারাই ভ্রান্তি করেছে ক্রয়;
ব্যবসা তাদের লাভহীন (নিশ্চয়),
শুদ্ধ পথেরও পথিক তাহারা নয়।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿۱۶﴾

১৭. উপমা : যেমন করে এক লোক অগ্নি প্রজ্বলিত,
সে আগুন যবে চারিদিক তার করে দেয় আলোকিত,
তখনই আল্লাহ্ তাদেরে ফেলেন নিকষ অন্ধকারে,
আলোর অভাবে তখন তাহারা কিছু না দেখিতে পারে।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّاۤ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৮. তারা তো বধির, তারা মূক, তারা অন্ধ,
ফিরিবে না তারা (সেই পথ চির বন্ধ)।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৯. কিবা আকাশের বর্ষণমুখী ঘনঘোর মেঘ, যাতে
নিগূঢ় আঁধার, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ চমকাতে—
মৃত্যুর ভয়ে তাহারা তাদের অঙ্গুলি রাখে কানে,
অবিশ্বাসীকে রাখেন আল্লাহ তাঁরি পরিবেষ্টনে।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ؕ وَ اللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹﴾

২০. বিদ্যুৎ কাড়ে দৃষ্টি তাদের প্রায়,
আলোতে তাহারা পথ চলে আর আঁধারে থেমে দাঁড়ায়।
চাইলে তাদের শ্রবণ-দৃষ্টি কাড়িতে পারেন খোদা,
নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তি রাখেন সদা।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ؕ كُلَّمَاۤ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَ اِذَاۤ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾

[৩]

(٣)

২১. হে মানুষ, করো তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদাত
যে মালিক পাক জাত—
করেছেন তোমাদেরকে সৃজন, পূর্বসূরিকে আরো—
যেন সকলেই পরহেজগার মুত্তাকি হতে পার।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۲۱﴾

২২. মাটি করেছেন তোমাদের তরে বিছানার মতো আর
(স্তম্ভবিহীন) আকাশকে ছাদ করে দিয়েছেন তার;
তোমাদের তরে আসমান থেকে পানি করে বর্ষিত,
যিনি করেছেন ফলমূল আর রিজিক উৎপাদিত;
জেনেশুনে তাই কাহাকেও দাঁড় করো না তাঁহার মতো।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۲﴾

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا
فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۪ وَ ادْعُوْا
شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝

২৩. আমি যা নাজিল করেছি আমার বান্দার প্রতি (শোনো,)
তাতে তোমাদের সন্দেহ হলে কোনো,
(যদি পার তবে) অনুরূপ সুরা তৈরি করিয়া আনো।
তোমরা সত্যবাদী যদি হয়ে থাক,
আল্লাহ্‌কে ছাড়া তোমাদের সব মদদকারীকে ডাকো।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ
الَّتِىْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ
لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

২৪. আনতে যদি না পার, আর তা তো কভু সম্ভব নয়,
তবে সে আগুন করো ভয়;
মানুষ ও পাথর ইন্ধন হবে যার,
কাফিরের তরে যাহা আছে তৈয়ার।

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ
كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا
هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ
مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৫. বিশ্বাসী আর নেককারদের দাও শুভ সংবাদ—
তার তরে আছে তলদেশে নদীপ্রবাহিত জান্নাত।
যখন তাদেরে জান্নাতি ফলমূল দেওয়া হবে খেতে
বলিবে, 'ইহা তো তা-ই, যা আমরা পেয়েছি সে দুনিয়াতে!'
সেখানে তাদের জন্যে রয়েছে পবিত্র সঙ্গীনী,
তাহারা সেখানে স্থায়ী হবে চিরদিনি।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا
بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَ اَمَّا
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ
بِهٰذَا مَثَلًا ؔ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّ يَهْدِىْ بِهٖ
كَثِيْرًا ؕ وَ مَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৬. মশা কিবা আরও ছোট বস্তুর দেখাতে উদাহরণ
আল্লাহ্‌র নেই দ্বিধা-সংকোচ (জেনো, হে মানবগণ!)
সুতরাং যারা বিশ্বাসী তারা জানে, নিশ্চিত মতে—
ইহা সত্য, যা এসেছে তাদের রবের নিকট হতে।
কিন্তু যাহারা কাফির, তাহারা বলে—
'আল্লাহ দেন এসব তুচ্ছ উপমা কীসের ছলে?
পথবিচ্যুত করে দেন তিনি অনেকেরে এর দ্বারা;
পক্ষান্তরে অনেকেরে দেন সঠিক পথের সাড়া।
ফাসিক ব্যতীত কাউকেই তিনি করেন না পথহারা।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ
مِيْثَاقِهٖ ۠ وَ يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ
يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

২৭. আল্লাহ্‌র সাথে ভেঙে থাকে যারা শপথ-অঙ্গীকার,
যে সম্পর্ক রাখতে অটুট নির্দেশ আল্লাহ্‌র
পরোয়া করে না তার,
দুনিয়ায় করে ফাসাদ; তারাই ক্ষতির হয় শিকার।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا
فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ
ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৮. তোমরা কীভাবে তাঁকে অমান্য কর?
অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন (জড়);
তিনি তোমাদের জীবন করেন দান,
তিনিই মৃত্যু দিয়ে পুনরায় করিবেন উত্থান।
শেষে—
ফিরাইয়া আনা হবে তোমাদেরে তাঁহারি উদ্দেশে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ
فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيْمٌ ۝

২৯. তিনি পৃথিবীর সব করেছেন তোমাদের তরে সৃষ্টি,
অতঃপর তিনি আকাশের পানে করেছেন মনোদৃষ্টি;
এবং উহাকে সপ্ত আকাশে করেছেন সজ্জিত
(নিশ্চয়ই) তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

[৪]

(৪)

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى
الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ
اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৩০. যখন তোমার রব বলিলেন ফেরেশতাদের তরে—
'পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি চাই পাঠাতে সৃষ্টি করে।'
তাহারা বলিল, "আপনি কি সেথা পাঠাবেন তাহাদের,
যাহারা করিবে ফাসাদ, প্রবাহ ঘটাইবে রক্তের?
অথচ আমরা প্রশংসা জপি আর
পবিত্রতাই গেয়ে চলি আপনার!
তিনি বলিলেন, 'আমার কথাই মানো;
'আমি তাহা জানি, তোমরা যাহা না জানো।'

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ
هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৩১. তিনি শেখালেন যাবতীয় নাম আদমকে, তারপরে—
ফেরেশতাদের সম্মুখে তাহা দিলেন প্রকাশ করে;
বলিলেন তিনি, 'এসবের নাম আমাকে শোনাও, যদি
হয়ে থাক ওহে, তোমরা সত্যবাদী।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

৩২. তাহারা বলিল, 'পবিত্রতম আপনিই, হে মহান!
আপনার দেয়া জ্ঞানের বাহিরে আমাদের নাই জ্ঞান,
নিঃসন্দেহে আপনিই মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।'

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ
اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ
اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۙ وَ
اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

৩৩. তিনি, বলিলেন 'আদম, তাদেরে শোনাও এসব নাম!'
(রবের আদেশে) আদম যখন করিলেন এই কাম,
বলিলেন রব, 'আমি তোমাদের বলি নাই আগে তা কি!
আকাশ-মাটির অদেখার জ্ঞান নিশ্চয়ই আমি রাখি?
এবং জানি তাহাও—
যাহাই তোমরা প্রকাশ কর বা গোপন করিয়া যাও।'

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ ۫ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩৪. ফেরেশতাদের আদেশ দিলাম আদমকে সিজদাতে,
ইবলিস ছাড়া সিজদা সবাই দিল তারা একসাথে;
বিদ্রোহ করে গর্ব দেখাল (ইবলিস নিজ কাজে)
(সেদিন থেকেই) গণ্য হলো সে কাফিরের দল মাঝে।

وَ قُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৩৫. আর বলিলাম আমি—
'জান্নাতে বাস করো, হে আদম, তোমার স্ত্রী আর তুমি
এবং যেখানে যা খুশি করো আহার,
সাবধান! এই বৃক্ষটি হতে, নিকটে যেয়ো না তার!
আর যদি যাও তবে—
(জানিও তখন) তোমরা দুজন অন্যায়কারী হবে।'

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝

৩৬. তবে শয়তান করল তাদের ভ্রান্ত ও বিচ্যুত
এবং তাদেরে জান্নাত হতে করল বহিষ্কৃত।
আমি বলিলাম, 'একে অন্যকে চিরদুশমন করে
পৃথিবীতে যাও, সেখানে জীবিকা আছে তোমাদের তরে।'

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

৩৭. আদম তাহার রব হতে পেল অতঃপর কিছু বাণী,
(তা কবুল করে) ক্ষমা করিলেন আল্লাহ্ তাহার গ্লানি।
নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল আর পরম দয়ালু (জানি)।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৩৮. আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলে নামো এই স্থান হতে,
যখন আমার পাবে নির্দেশ সঠিক ও সৎপথে—
তখন আমার সঠিক পথের হুকুম মানিবে যারা,
তাহাদের কোনো ভয় নাই আর দুঃখ পাবে না তারা।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৩৯. এবং যাহারা কুফরি করেছে আর
আমার আয়াত করেছে অস্বীকার,
তাহারাই হবে অগ্নিবাসী ও চিরস্থায়ী সেথায়।

[৫]

(৫)

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَ اِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ۝

৪০. হে বনি ইসরাইল, মনে রেখো, হয়ো না তা বিস্মৃত,
যত নিয়ামত দ্বারা তোমাদেরে করেছি অনুগৃহীত।
আমার সাথে যা করেছ শপথ, অনুরূপ করো তার;
তোমাদের প্রতি আমিও আমার রাখিব অঙ্গীকার।
আর করো ভয় এবং তাকওয়া তোমরা শুধু আমার।

وَ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّ اِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ۝

৪১. তাহা মানো, যাহা আমার তরফ হইতে নাজিলকৃত,
ইহা তোমাদের নিকটে যা আছে, করে তা সত্যায়িত।
আর তোমরাই শুরুতে হয়ো না প্রত্যাখ্যানকারী,
তুচ্ছ মূল্য করো না গ্রহণ আমার আয়াত ছাড়ি;
আর করো ভয় এবং তাকওয়া তোমরা শুধু আমারি।

وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৪২. তোমরা করো না সত্য-মিথ্যা একসাথে মিশ্রিত,
আর জেনেশুনে সত্যকে কভু করো না লুক্কায়িত।

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

৪৩. তোমরা নামাজ কায়েম করো ও আদায় করো জাকাত
এবং যাহারা রুকু করে, রুকু করো তাহাদের সাথ।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৪৪. মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিয়ে শুধু তোমরা কি
নিজেদেরে দাও ফাঁকি?
অথচ তোমরা পড়েছ কিতাব, তবুও তা বোঝ না কি?

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝

৪৫. সাহায্য চাও তোমরা সবর আর সালাতের দ্বারা,
নিশ্চয়ই তাহা কঠিন; আমার বিনীত বান্দা ছাড়া।

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

৪৬. বিনীত কেবল তারাই, যাহারা বিশ্বাস রাখে মনে;
নিশ্চয়ই দেখা হবে তাহাদের প্রতিপালকের সনে,
তাঁহার দিকেই ফিরিবে আবার (শেষ বিচারের ক্ষণে)।

[৬]

(৬)

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৭. হে বনি ইসরাইল, মনে রেখো, হয়ো না তা বিস্মৃত,
যত নিয়ামত দ্বারা তোমাদেরে করেছি অনুগৃহীত;
বিশ্বে সবার উপরে করেছি সেরারূপে চিহ্নিত।

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৮. সেদিনের করো ভয়,
কেহ কাহারো আসবে না কাজে যেদিন (সুনিশ্চয়),
কারো সুপারিশ হবে না গ্রহণ কিবা কারো বিনিময়
আর—
তাহারা মদদ পাবে না কোনো প্রকার।

৪৯. মনে করো সেই স্মৃতি—
ফেরাউন হতে তোমাদের আমি দিয়েছিনু নিষ্কৃতি,
যারা তোমাদেরে যন্ত্রণা দিত, করিত অত্যাচার।
আর—
ছেলেশিশুদের হত্যা করিত মেয়েশিশুদের রেখে;
এতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে।

৫০. তোমাদের তরে সাগর যখন করেছিলাম বিভক্ত,
ফেরাউনদের ডুবিয়ে করেছি তোমাদেরে চিরমুক্ত;
আর—
তোমরাই ছিলে নিরবদর্শী তার।

৫১. মুসার জন্যে চল্লিশ রাতি যখন ধার্য করি,
তোমরা তখন গো-বৎস এনে পূজা করেছিলে তারি;
বস্তুত ছিলে তোমরাই অনাচারী।

৫২. তবু আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি কৃতজ্ঞ হও যাতে,

৫৩. মুসাকে 'কিতাব' 'ফুরকান' দিই তোমাদের হিদায়াতে।

৫৪. বলেছিল মুসা জাতিকে যখন, 'শোনো, হে আমার জাতি,
গো-বৎস পূজে নিজেদের প্রতি করেছ জুলুম অতি;
সুতরাং করো তওবা এবং নিজেদেরে ফেলো মেরে,
স্রষ্টার কাছে (জানিও) ইহাই শ্রেয় তোমাদের তরে।
অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা করিবেন দান,
নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল, দয়ালু, মেহেরবান।

৫৫. যখন তোমরা বললে, 'হে মুসা, মানব না আপনাকে,
যে পর্যন্ত প্রকাশ্য চোখে দেখব না আল্লাহকে।'
তখন তোমরা পড়েছ বজ্রানলে,
আর তোমরা তো নিজেরাই তাহা দেখেছিলে (সেই স্থলে)।

৫৬. আর তোমাদের মরণ হবার পরে,
পুনর্জীবিত করিলাম তোমাদেরে,
(শুধু) তোমাদের কৃতজ্ঞতার তরে।

وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ
يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ
اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ
ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۴۹﴾

وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَ
اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۵۰﴾

وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ
ظٰلِمُوْنَ ﴿۵۱﴾
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿۵۲﴾
وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۵۳﴾

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ
ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۴﴾

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى
نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَ
اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۵۵﴾

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿۵۶﴾

৫৭. মেঘের ছায়া ও মান্না-সালওয়া পাঠালাম আমি আর
বললাম, 'যাহা করিয়াছি দান তা থেকে করো আহার!'
তাহারা আমায় জুলুম তো করে নাই,
করেছে জুলুম নিজেদেরে নিজেরাই।

৫৮. বলিলাম যবে, 'এই জনপদে যাও,
যেখানে-সেখানে যা খুশি তাহাই খাও,
প্রবেশ-দুয়ারে শির নত করে দাও;
বলো, 'ক্ষমা চাই!' করে দেব আমি, আর—
বাড়াব মদদ, যাহারাই নেককার।'

৫৯. কিন্তু যাহারা করে অন্যায়, বিপরীত কথা পেড়ে,
আসমান হতে শাস্তি দিলাম সেই অনাচারীদেরে।
কারণ, তাহারা সত্য দিয়াছে ছেড়ে।

[৭]

৬০. চেয়েছিল মুসা যখন তাহার স্বজাতির তরে পানি,
আমি বলিলাম, 'পাথরে চালাও তোমার ঐ লাঠিখানি';
বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হলো, ফলে সে পাথর থেকে,
গোত্রসমূহ নিজ পান-স্থান চিনে নিল প্রত্যেকে।
বলিলাম, 'করো পানাহার তব খোদার রিজিক হতে,
দুষ্কৃতিকারীরূপে অযথাই ঘুরিও না পৃথিবীতে।'

৬১. মুসাকে তোমরা বলেছিলে যবে—
'ধৈর্য মোদের কিছুতে না রবে
খাদ্যে একরকম;
সুতরাং তুমি নিকটে রবের
দোয়া করো ভূমিজাত দ্রব্যের,
তিনি যেন দেন সজি, কাঁকুড়, মসুর, পেয়াজ, গম।'
মুসা বলেছিল, 'তোমরা কি চাও তাহা!
মন্দের সাথে বদলাতে ভালো যাহা?
তাহলে যেকোনো নগরে চলিয়া যাও,
সেখানে রয়েছে তোমরা যা পেতে চাও।'
অতঃপর তারা লাঞ্ছিত হলো, দরিদ্র হলো আর
(ধৈর্য হারিয়ে) ক্রোধের পাত্র হলো তারা আল্লাহর।
কেননা, তাহারা খোদার আয়াত করিত অস্বীকার,
নবীগণকেও করিত হত্যা করে বড় অবিচার।
অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনে অতি—
তাহাদের এই হয়েছিল পরিণতি।

وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ
الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۵۷﴾
وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ
وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾
فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ
لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ
السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۵۹﴾

(۷)

وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ
كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِي
الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۶۰﴾

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ
وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَ قِثَّآئِهَا وَ
فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ؕ قَالَ
اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ
خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ
وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ٭ وَ
بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا
يَعْتَدُوْنَ ﴿۶۱﴾

[৮]

৬২. যাহারা মুসলমান,
অথবা যাহারা সাবিঈন কিবা ইহুদি বা খ্রিস্টান,
যারা নেককার, খোদা-আখিরাতে যাহারা আনে ঈমান—
তাহাদের তরে আছে
বিনিময় তার প্রতিপালকের কাছে।
তাহারা শঙ্কাহীন,
দুঃখ-যাতনা পাইবে না কোনো দিন।

৬৩. মনে করো, যবে তোমাদের কাছে লইয়া অঙ্গীকার—
তোমাদের 'পরে তুলিয়াছিলাম (গজবি) তুর পাহাড়;
বলিয়াছিলাম, 'আমি যা দিলাম, শক্ত করিয়া ধরো,
তাতে যাহা আছে মনে রাখো, যেন সাবধান হতে পার!'

৬৪. তবুও তোমরা দেখিয়েছ দুর্মতি,
হতো তোমাদের ক্ষতি–মহাদুর্গতি,
যদি না তাঁহার দয়া-অনুগ্রহ হতো তোমাদের প্রতি।

৬৫. নিশ্চয়ই জানো তোমাদের মাঝে যারা
'শনিবার' দিনে হয়েছিল সীমাছাড়া,
বলিয়াছিলাম তাদেরে, 'ঘৃণিত বানর হয়ে যা তোরা!'

৬৬. মুত্তাকিদের উপদেশরূপে ইহা তো ছিলাম করে,
সমযুগী, পরবর্তীগণের শিক্ষাদানের তরে।

৬৭. মনে করো, মুসা বলিলেন যবে স্বজাতিকে, 'ওহে জাতি,
গাভি জবেহের খোদায়ি হুকুম হলো তোমাদের প্রতি।'
বলিল তাহারা, 'তুমি কি তামাশা কর আমাদের সাথে?'
মুসা বলেছিল, 'আল্লাহতে শরি, অজ্ঞ না হই যাতে।'

৬৮. তাহারা বলিল, 'আল্লাহকে বলো জানাইতে ঠিকভাবে—
গাভিটি কীরূপ হবে?'
মুসা বলেছিল, 'তিনি বলেছেন—মধ্যবয়সী যাহা,
সুতরাং যাহা পেয়েছ আদেশ, অনুরূপ করো তাহা।

(৮)

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ الَّذِينَ هَادُوا وَ
النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٔينَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٦٢

اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا
مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝٦٣

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ
الْخٰسِرِيْنَ ۝٦٤

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي
السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً
خٰسِـِٕيْنَ ۝٦٥

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا
خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٦٦

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ
اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ
قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ
الْجٰهِلِيْنَ ۝٦٧

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ
يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ
بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ۝٦٨

৬৯. তাহারা বলিল, 'স্রষ্টাকে বলো জানাইতে ঠিকভাবে—
উহার রঙ কী হবে?'
সে বলিল, 'আল্লাহ বলেছেন—হলুদ, ফর্সা গাঢ়,
যাহা দেখে লোক হয় পুলকিত (খুঁজে নাও যদি পার)!

৭০. তাহারা বলিল, 'আল্লাহকে বলো জানাইতে ঠিকভাবে—
আসলে কোনটি তবে?
আমরা হয়েছি সন্দেহে নিপতিত,
তাঁরি ইচ্ছায় দিশা পেতে পারি, হতে পারি নিশ্চিত।'

৭১. মুসা বলেছিল, 'তিনি বলেছেন—উহা
সেচ, কৃষিকাজ করেনি কখনো, সুস্থ নিখুঁত যাহা।'
'এখন সত্য আনিয়াছ তুমি' (শুনিয়া) তারা বলিল,
যদিও চায়নি করিতে জবাই, তবুও তা-ই করিল।

[৯]

৭২. যখন তোমরা করেছিলে খুন কোনো এক ব্যক্তিকে,
অতঃপর করেছিলে দোষারোপ একে অন্যের দিকে;
তোমরা গোপন করে রেখেছিলে যাহা,
আল্লাহ প্রকাশ করিতেছিলেন তাহা।

৭৩. আমি বলিলাম, 'এর—
একাংশ দ্বারা কর হে আঘাত গায়ে অপরাংশের।'
এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে করেন জীবিত এবং তাঁর
নমুনা দেখান তোমাদের তরে, যেন পার বুঝিবার।

৭৪. তবু তোমাদের হৃদয় চেতনাহীন,
যেন তা পাথর কিংবা আরো কঠিন।
এমনও পাথর রয়েছে যা হতে নদী হয় প্রবাহিত,
এমনও আছে যা বিদীর্ণ হলে পানি হয় নির্গত,
আবার কতক ধসে পরে, যদি জাগে আল্লাহর ভয়;
তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহর কিছুই অজানা নয়।

৭৫. (হে মুমিনগণ) ভরসা কর কি তার—
তোমাদের কথা শুনিয়া হইবে তাহারা ঈমানদার!
যখন তাহারা বিকৃত করে আল্লাহর বাণী শোনে,
অথচ তাহারা (সকল কিছুই) জানে (আর বোঝে মনে)!

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ
قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ
لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ۝٦٩

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ
الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَ اِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
لَمُهْتَدُوْنَ ۝٧٠

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ
الْاَرْضَ وَ لَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا
شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ
فَذَبَحُوْهَا وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٧١

(৯)

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَ اللّٰهُ
مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝٧٢

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ
الْمَوْتٰى ۙ وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٧٣

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ
كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَ اِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَ اِنَّ
مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَ
اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَ مَا
اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝٧٤

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ
فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ هُمْ
يَعْلَمُوْنَ ۝٧٥

৭৬. মুমিনের কাছে এসে তারা বলে, 'আমরা ঈমানদার!'
নিজেদের সাথে নীরবে-নিভৃতে তাহারা বলে আবার—
আল্লাহ করিয়াছেন ব্যক্ত তোমাদের কাছে যাহা,
(যথাযথভাবে) তোমরা তাদের কাছে বল কিনা তাহা!
তোমরা বোঝ না? ইহা দ্বারা তারা (ফন্দি এটেছে মনে)
তোমাদের নামে করিতে নালিশ প্রতিপালকের সনে!

৭৭. তারা কি জানে না, করে যা ঘোষণা, রাখে যা লুক্কায়িত,
নিশ্চিতভাবে আছেন আল্লাহ্ সব কিছু অবহিত?

৭৮. তাহাদের মাঝে অজ্ঞ-মূর্খ কিছু লোক আছে, যারা—
কিতাবের জ্ঞান রাখে না মোটেও, মিথ্যে ভরসা ছাড়া
অন্তর জুড়ে: শুধু অমূলক ধারণাই রাখে তারা।

৭৯. তাহাদের তরে দুর্ভোগ, যারা নিজেরা কিতাব লেখে
তুচ্ছ মূল্য পেতে বলে, 'ইহা আল্লাহর কাছ থেকে।'
তাহাদের তরে শাস্তি তাদের হস্ত যা লিখিয়াছে;
আর করে তারা যা উপার্জন, তাহারও শাস্তি আছে।

৮০. তারা বলে, 'পোড়াবে না বেশি দিন অগ্নি আমাদিগকে।'
বলো, 'তোমরা কি নিয়াছ শপথ আল্লাহ্র কাছ থেকে?
কাজেই আল্লাহ্ তাহার শপথ ভাঙবেন না কখনো,
নাকি আল্লাহ্র ব্যাপারে বলছ তাহাই, যাহা না জানো?'

৮১. নিশ্চয়ই যারা পাপকাজ করে, যাহাদের পাপরাশি
চারিদিকে পরিবেষ্টন করে, তারাই অগ্নিবাসী;
সেখানে চিরস্থায়ী হবে তারা (যাহারা অবিশ্বাসী)।

৮২. ঈমান আনে ও সৎকাজ যারা করে,
তাহারাই হবে জান্নাতি, রবে সেখানেই চিরতরে।

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا
خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْۤا
اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ۝

اَوَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ
مَا يُعْلِنُوْنَ ۝

وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ
اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ
ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ
ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ
وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۝

وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ
قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ
يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ
خَطِيْٓــَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

[১০]

৮৩. মনে করো, যবে বনি ইসরাইলের
নিকটে শপথ লইয়াছিলাম এর—
তোমরা অন্য কারো ইবাদত করবে না খোদা ছাড়া;
মাতা-পিতা, আত্মীয়-পরিজন, গরিব, পিতৃহারা—
তাহাদের প্রতি থাকিবে সদয় আর হবে সদালাপী,
সালাত, জাকাত করিবে আদায়। কিন্তু (হায়রে পাপী!)
কিছু লোক ছাড়া অতি—
তোমরা সবাই ফিরাইলে মুখ (দেখাইলে দুর্মতি)!

৮৪. যবে তোমাদের নিয়াছি অঙ্গীকার—
পরস্পরের ঝরাবে না খুন আর,
আপনজনকে স্বদেশ হইতে করো না বহিষ্কার;
অতঃপর ইহা করিয়াছিলে স্বীকার,
আর তোমরাই রয়েছ সাক্ষী তার।

৮৫. তোমরাই তারা, অতঃপর যারা মারো একে-অন্যকে,
নিজেদের মাঝে একটি দলকে তাড়াও স্বদেশ থেকে।
নিজেরাই করে তাদেরে জুলুম, করে সীমালঙ্ঘন;
বন্দি হইয়া আসিলে ফিরিয়া দিয়াছ মুক্তিপণ,
(অথচ) হারাম ছিল তোমাদের, তাহাদের বিতাড়ন।
তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু বিশ্বাস কর, আর
কিছুকে অস্বীকার?
(সুতরাং জেনো) তোমাদের মাঝে এইরূপ করে যারা,
প্রতিফলরূপে ইহকালে তারা থাকিবে সর্বহারা;
কিয়ামতে পাবে কঠিন শাস্তি (ইহজীবনের পরে),
তোমরা যা কর, কিছুই আল্লাহ অজ্ঞাত নন, ওরে!

৮৬. তাহারাই করে দুনিয়া খরিদ, আখিরাত করে রদ,
শাস্তি লাঘব হবে না তাদের, পাবে না কোনো মদদ।

(١٠)

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا
تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۟ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ
ذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا
لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ۝

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ
دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ
تَشْهَدُوْنَ ۝

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ
تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ۫
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ؕ وَ
اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ
بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا
جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ
اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ۝

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ
لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ
ظٰلِمُوْنَ۝

৯২. আর নিশ্চয়ই মুসা তোমাদের কাছে,
স্পষ্ট প্রমাণসহকারে আসিয়াছে।
তথাপি তোমরা গো-বৎস এনে পূজা করেছিলে তারি,
তোমরা তো ছিলে জালিম ও অনাচারী।

وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اسْمَعُوْا ؕ
قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا ۪ وَ اُشْرِبُوْا فِیْ
قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا
يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ۝

৯৩. মনে করো, যবে তোমাদের কাছে লইয়া অঙ্গীকার,
তোমাদের 'পরে তুলিয়াছিলাম (গজবি) 'তুর' পাহাড়;
বলিয়াছিলাম, 'আমি যা দিলাম, শক্ত করিয়া ধরো,
এবং শ্রবণ করো!'
বলেছিল তারা, 'শুনিয়াছি আর করিয়াছি তা অমান্য।'
হৃদয়ে তাদের গো-বৎসপ্রীতি ছিল কুফরির জন্য।
হে রাসুল, দাও বলে—
'তোমরা মুমিন হলে—
কত না মন্দ, তোমাদের সেই ঈমান যা কিছু বলে!'

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ
اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا
الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝

৯৪. হে রাসুল, দাও বলে—
'আল্লাহর কাছে বসতি কেবল তোমাদের তরে হলে
(এক্ষুণি) করো মৃত্যু কামনা, যদি
হয়ে থাক, ওহে তোমরা সত্যবাদী!'

وَ لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَ
اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ۝

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাহারা কভু
চাইবে না উহা, জালিমগণের বিষয়ে জানেন প্রভু।

وَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۛ
وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۛ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ
يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ
الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا
يَعْمَلُوْنَ۝

৯৬. নিশ্চয়ই তুমি সব মানুষ ও মুশরিক থেকে অতি
তাহাদেরে লোভী দেখিতে পাইবে ইহজীবনের প্রতি।
তাহারা সবাই আশা করে যদি হাজার বছর আয়ু,
শাস্তি হইতে রাখিবে না দূরে তাহাদের দীর্ঘায়ু।
তাহারা করুক যাহা,
সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহ সবি তো দেখেন তাহা।

(১২)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ
عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ۝

[১১]

(১১)

وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ
بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۪ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا
جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ
اسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ۪ وَ فَرِيْقًا
تَقْتُلُوْنَ۝

৮৭. নিশ্চয়ই আমি মুসাকে কিতাব দিয়াছি ও তারপরে—
পর্যায়ক্রমে রাসুলগণকে দিয়াছি প্রেরণ করে।
ঈসাকে দিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণ, পুত্র মারইয়ামের;
পূতঃ আত্মায় সামর্থ্যবান করিয়াছি তাহাদের।
তবে কি যখন এনেছে রাসুল তোমাদের কাছে তাহা,
তোমাদের কাছে মনঃপূত নয় যাহা—
তখনি তোমরা করেছ অহংকার,
কতকে করেছ হত্যা এবং কতকে অস্বীকার!

وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ
بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ۝

৮৮. তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত।'
বরং আল্লাহ তাদেরে করেন অভিশাপে লাঞ্ছিত
কুফরি করার তরে;
তাহাদের মাঝে অল্পই আছে, যারা বিশ্বাস করে।

وَ لَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا
جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ
عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۝

৮৯. এবং আসিল খোদার কিতাব যবে তাহাদের সনে,
তাহাদের সাথে ছিল যাহা আগে, তাহারি সমর্থনে—
যদিও বা তার দ্বারা—
কাফিরগণের বিরুদ্ধে জয় কামনা করিত তারা:
যদিও তাদের জানা সে বিষয় আসিল তাদের তরে,
তবু তারা অস্বীকার তাহাকে করে।
আছে আল্লাহর অভিসম্পাত কাফিরগণের 'পরে।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا
بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ
بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ۝

৯০. উহা কত ত্রুটিময়,
যার বিনিময়ে করেছে তাহারা আত্মাকে বিক্রয়!
আর উহা হলো তাহা,
আল্লাহ্ তালার নিকট হইতে নাজিল হয়েছে যাহা।
নিজেদের জেদে প্রত্যাখ্যান করিল এই কারণে—
কেননা, আল্লাহ্ করুণা করেন যাকে চায় তাঁর মনে।
সুতরাং তারা ক্রোধের উপরে হলো আরো ক্রোধগ্রস্ত,
তাহাদের তরে লাঞ্ছনাময় রয়েছে আজাব মস্ত।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا
نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا
وَرَآءَهٗ ۗ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۝

৯১. যখন তাদেরে বলা হয়, 'আনো ঈমান তাঁহার প্রতি,
মহান আল্লাহ্ যা কিছু নাজিল করেছেন (সম্প্রতি);'
বলে তারা (সাথে সাথে),
'আমাদের প্রতি যা এসেছে শুধু বিশ্বাস রাখি তাতে।'
এছাড়া কিছুই বিশ্বাস তারা করে না হৃদয়-মনে।
যদিও তা ঠিক, যা আছে তাদের—তাহারই সমর্থনে।
হে রাসুল, দাও বলে—
'তোমরা মুমিন হলে
আগে আল্লাহর নবীদের কেন হত্যা করিয়াছিলে?'